শিশুপাচার চক্রে জড়িত বাসন্তী গেল থানায়, রাতে গ্রেফতার

নিজস্ব সংবাদদাতা

পূর্বাশা হোমের সঙ্গে বাসন্তী চক্রবর্তীর যোগাযোগের প্রমাণ আগেই পেয়েছিল পুলিশ। ‘পলাতক’ বাসন্তীকে খোঁজাও হচ্ছিল। শনিবার রাতে নিজেই সে ঠাকুরপুকুর থানায় যায়। পুলিশ তাকে একদফা জিজ্ঞাসাবাদ করে খবর দেয় সিআইডি’কে। রাতেই তাকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রিন পার্ক এলাকায় ‘জোকা মিলেনিয়াম ওল্ড এজ হোম অ্যান্ড রিহ্যাব সেন্টার’ নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা বিমল অধিকারী এবং বাসন্তী মিলে চালাত। পরে সেই হোম সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় দোস্তিপুরে। এদিন দোস্তিপুরের সেই হোম থেকেই পুলিশ ২০টি শিশুকে উদ্ধার করেছে। শুক্রবার রাতে পুলিশ বিমলকে গ্রেফতার করলেও বছর পঞ্চান্নর বাসন্তীকে তখন পায়নি।

হাঁসপুকুরের মেয়ে বাসন্তী। বিয়ের পর সে গ্রিন পার্কে চলে যায়। প্রথমে আয়ার কাজ করত। বিমলের সঙ্গে পরিচয়ের সূত্রে বছর ১৫ আগে ওই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থায় কাজ শুরু করে। ইদানীং বিমল ও বাসন্তীকে গাড়িতে একসঙ্গে ঘোরাঘুরি করতেও দেখা যেত বলে জানিয়েছেন স্থানীয়েরা।

> ‘সিআইডি’র সঙ্গে যোগাযোগ রেখে আমরাও এই ঘটনার পৃথক তদন্ত করছি। শনিবার পূর্বাশায় এসেছিলাম। এরপর বাদুড়িয়াতেও যাব।’
> অনন্যা চক্রবর্তী

পূর্বাশার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে থাকা এক মহিলা পুলিশকে জানিয়েছেন, বাসন্তীর নির্দেশেই গ্রিন পার্কের ওই সংস্থা থেকে ১০টি শিশুকন্যাকে এনে পূর্বাশায় রাখা হয়। শুক্রবার পূর্বাশার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে থাকা ওই মহিলা এবং তাঁর দুই মেয়েকে ঠাকুরপুকুর থানার পুলিশ একদফা জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল। এদিন ফের পুলিশ তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করেছে।

এদিন দুপুরে ‘ওয়েস্টবেঙ্গল কমিশন ফর প্রোটেকশন অফ চাইল্ড রাইটসে’র চেয়ারপার্সন অনন্যা চক্রবর্তী পূর্বাশায় যান। তিনিও ওই মহিলাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। কীভাবে ‘আশা’র (সরকারি প্রকল্প) কর্মীরাও ওই বাড়ির তিনতলার কারবার সম্পর্কে অন্ধকারে ছিলেন, জানতে চান সে কথাও। অনন্যা বলেন, “সিআইডি’র সঙ্গে যোগাযোগ রেখে আমরাও এই ঘটনার পৃথক তদন্ত করছি। শনিবার পূর্বাশায় এসেছিলাম। এরপর বাদুড়িয়াতেও যাব।”

পূর্বাশার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে থাকা ওই মহিলা এবং তাঁর দুই মেয়ের মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার রাত থেকেই পূর্বাশার সামনে পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। সূত্রের খবর, পূর্বাশার একতলা এবং দোতলায় এখনও জনাকুড়ি মানসিক রোগী রয়েছেন।

এদিন পূর্বাশার দেখাশোনার দায়িত্বে থাকা ওই মহিলা বলেন, “বাসন্তীকে এই অঞ্চলের সকলেই চেনেন। আমিও অনেক বছর ধরে জানি। তবে ওর এমন কাজকর্মের কথা জানতাম না।”

ওই মহিলা জানান, উদ্ধার হওয়া শিশুদের দেখাশোনা করার জন্য দিনরাত মিলে দু’জন আয়া রাখা হয়েছিল। বৃহস্পতিবার সকালে তাঁদের একজন বাড়িতে সমস্যা হয়েছে বলে চলে যান। অন্যজন ঘটনার পর থেকে আর আসছেন না।

ঘটনাস্থল: ঠাকুরপুকুরের পূর্বাশা ফাউন্ডেশনের বাইরে পুলিশের জটলা। (পাশে) পরিদর্শনে ‘ওয়েস্টবেঙ্গল কমিশন ফর প্রোটেকশন অফ চাইল্ড রাইটসে’র চেয়ারপার্সন অনন্যা চক্রবর্তী। ■ সুপ্রতিম চট্টোপাধ্যায়

বিমল অধিকারীর হোম থেকে উদ্ধার ২০ শিশু

নিজস্ব সংবাদদাতা

পূর্বাশার পর শনিবার সন্ধ্যায় জোকার দোস্তিপুরের ‘মিলেনিয়াম ওল্ড এজ হোম অ্যান্ড রিহ্যাব সেন্টারে’ হানা দিয়ে পুলিশ উদ্ধার করল ২০টি শিশুকে।

বিভিন্ন জায়গা থেকে ওই শিশুদের সেখানে এনে রাখা হয়েছিল বলে খবর। ওই সংস্থার দায়িত্বে ছিল বিমল অধিকারি এবং বাসন্তী চক্রবর্তী। বিমলকে শুক্রবার রাতে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। তবে দোস্তিপুরের হোমটি বিমলের বোন তাপসী অধিকারী চালাত বলে খবর।

এদিন ‘ওয়েস্টবেঙ্গল কমিশন ফর প্রোটেকশন অফ চাইল্ড রাইটসে’র প্রতিনিধিরা দোস্তিপুরে যান। হোমের

দোস্তিপুরে হানা পুলিশের

কর্মীরা কমিশনের সদস্যদের জানান, ‘চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি’র অনুমতিক্রমে শিশুগুলিকে সেখানে রাখা হয়েছিল। এদিন পুলিশ এবং কমিশনের প্রতিনিধিরা হোমের কাগজপত্র খুঁটিয়ে দেখেন। প্রাথমিকভাবে কোনও অনিয়ম খুঁজে পাওয়া না গেলেও পুলিশ বিস্তারিত খোঁজখবর নিচ্ছে।

হোমটিতে ১২ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের রাখার অনুমতি ছিল বলে খবর। উদ্ধার হওয়া শিশুদের মধ্যে ১৩ জনের বয়স ১০ বছরের কম। সাতজনের বয়স ১০ থেকে ১২-র মধ্যে। সকালে ফলতা থানার পুলিশও ওই হোমে যায়। দোস্তিপুরের হোমের আয়ারা কাজ যোগ দেননি। তাই উদ্ধার করার পর ওই শিশুদের লক্ষ্মীকান্তপুরের একটি হোমে আপাতত রাখা হয়েছে।

বাজারে ফিরছেন ক্রেতা, ধর্মঘট-লোকসানের ভয় নেই খুচরো ব্যবসায়ীদের

নিজস্ব সংবাদদাতা

নতুন নোট হাতে আসতেই বাজারে ভিড় বাড়ছে! নোট বাতিলের সিদ্ধান্তের জেরে প্রায় এক পক্ষকাল লোকসানে ভুগতে থাকা খুচরো ব্যবসায়ীরা এবার আশায় বুক বাঁধছেন। তার মধ্যেই উটকো ঝামেলা ধর্মঘট। যদিও ধর্মঘট খুচরো বাজারকে তেমন প্রভাবিত করবে না বলেই মত ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়েরই।

নোট বাতিলের কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত দক্ষিণ কলকাতার বড় বাজারগুলিতে মন্দা পরিস্থিতি তৈরি করেছিল। গড়িয়াহাট বাজারের একাধিক বিক্রেতা শনিবার জানিয়েছেন, নোট বাতিলের সিদ্ধান্তের পরে এক সপ্তাহে বিক্রির পরিমাণ অনেকটা কমে গিয়েছিল। নতুন নোটের জোগান বাড়ার পর থেকেই বাজারে ধীরে ধীরে ভিড় বাড়ছে। মাছ বিক্রেতা গৌর সাহার কথায়, “বিক্রি তো কমেছে। জোগানও কম। বাজারে ক্রেতার সংখ্যাও কমে গিয়েছিল। এখন পরিস্থিতি পাল্টাচ্ছে।” এই অবস্থায় ধর্মঘটে লোকসানের বহর বাড়াবে? ওই মাছ ব্যবসায়ীর সতর্ক জবাব, “ধর্মঘটে বাজার বন্ধ থাকবে কি না, তা তো বাজার সমিতি ঠিক করবে।”

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক লেক মার্কেটের এক আলু-পেয়াজ বিক্রেতার কথায়, “চাকরিজীবীরা এখন গোটা সপ্তাহের বাজার করেন শনি-রবিবার। ফলে সোমবার বাজার বন্ধ থাকলেও তেমন কিছু হবে না।” তাঁর যুক্তি, মন্দার বাজারে একবেলা দোকান বন্ধে বিশেষ প্রভাব পড়বে না।

অবশ্য অন্য সুর শোনা গেল গড়িয়া বাজারের সব্জি বিক্রেতা হাফিজ আলি হালদারের কাছে। তিনি বলেন, “ব্যবসা দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এমনিতেই মরে আছি। ধর্মঘট ডেকে ঠিকই করেছে।”

> ‘আমাদের কথা রাজনীতিকরা সত্যিই ভাবেন নাকি!’
> সায়ন্তনী ঘোষ, ক্রেতা

ধর্মঘটকে তেমন আমল দিতে চাননি অধিকাংশ ক্রেতাই। লেক মার্কেট বাজারে দাঁড়িয়ে সায়ন্তনী ঘোষ বললেন, “রাজনীতি করার জন্য ধর্মঘট ডাকা হয়েছে। আমাদের কথা রাজনীতিকরা সত্যিই ভাবেন নাকি!” আরেক ক্রেতা পি কে বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্পষ্ট কথা, “ধর্মঘট ডেকে কিছু হয় না, সকলেই ফায়দা লুটতে চাইছে।”

নিজস্ব সংবাদদাতা

লেক এলাকায় গভীর রাতে গান-বাজনা বন্ধ করতে গিয়ে আক্রান্ত পুলিশ, মারধর প্রতিবাদী বৃদ্ধাকেও

জন্মদিনের পার্টিতে উদ্দাম গান-বাজনার আসরের প্রতিবাদ করায় মার খেতে হল এক বৃদ্ধা ও তাঁর ছেলেকে। বৃদ্ধার অভিযোগ পেয়ে পুলিশকর্মীরা ঘটনাস্থলে গেলে তাঁদেরও মারধর করা হয়।

ঘটনাটি ঘটে শুক্রবার রাতে লেক থানা এলাকার গড়িয়াহাট রোডে। পুলিশ অভিযুক্ত ১১ জন তরুণ-তরুণীকে গ্রেফতার করে। শনিবার ধৃতদের আলিপুর আদালতে তোলা হলে বিচারক সর্বজয়া চৌধুরী নামে এক তরুণীকে আগামী ২৯ নভেম্বর পর্যন্ত জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন। বাকি ১০ জন জামিন পায়।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, গড়িয়াহাট রোডে পঞ্চাননতলার কাছে একটি বাড়িতে শুক্রবার সত্রাজিৎ ঘোষদাস নামে বছর বত্রিশের এক যুবকের জন্মদিনের পার্টি ছিল। বিকেল ৪টে থেকেই পার্টি উপলক্ষে বাড়ির তিনতলায় মিউজিক সিস্টেম চালু করে প্রচণ্ড জোরে গান-বাজনা শুরু হয়ে যায়। সন্ধ্যা হতেই সত্রাজিতের বন্ধু-বান্ধবীরা হাজির হলে সেই আসর আরও জমে ওঠে। রাত ১২টা বেজে যাওয়ার পরেও আসর না থামায় পাশের বাড়ির ষাটোর্ধ্ব রেণু প্রামাণিক সওয়া ১২টা নাগাদ লেক থানায় ফোন করে অভিযোগ জানান। কিন্তু পুলিশ তখন যায়নি। যেহেতু রেণুর জানলা খুললেই সত্রাজিতের ঘরের জানলা দেখা যায় তাই আওয়াজও খুব জোরে আসছিল।

রাত বাড়তে হুল্লোড় আরও বাড়ে। রাত ৩টে নাগাদ রেণু ফের থানায় ফোন করেন। তখন পুলিশ ঘটনাস্থলে হাজির হয়। পুলিশকর্মীরা তিনতলায় পৌঁছতেই পার্টিতে হাজির দু’তিনজন তরুণী তাঁদের দিকে ধেয়ে যায়। ওই তরুণ-তরুণীরা তখন মত্ত অবস্থায় ছিল বলে অভিযোগ। সঙ্গে মহিলা পুলিশ না থাকায় পাল্টা তাঁদের বিরুদ্ধেই শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠতে পারে এই আশঙ্কায় পুলিশকর্মীরা রেণু ও তাঁর ছেলেকে ওই বাড়িতে ডেকে নিয়ে যান। রেণু এবং তাঁর ছেলে তিনতলায় গেলে তাঁদের ওই তরুণ-তরুণীরা মারধর করে বলে অভিযোগ। থামাতে গেলে থানার ডিউটি অফিসারকেও এক তরুণী মারধর করে। এরপর পুলিশ, রেণু ও তাঁর ছেলেকে নিয়ে বাড়ির নীচে এসে কোলাপসিবল গেট আটকে দেয়, যাতে অভিযুক্তেরা পালিয়ে যেতে না পারে।

ডাকা হয় মহিলা পুলিশকে। ভোর সওয়া ৪টে নাগাদ মহিলা পুলিশ এলে ওই তরুণ-তরুণীদের গ্রেফতার করা হয়। তাদের বিরুদ্ধে রেণু এবং তাঁর ছেলেকে মারধর, পুলিশকর্মীদের কাজে বাধা দেওয়া ও মারধরের অভিযোগ দায়ের হয়। অভিযুক্ত সত্রাজিতের মা আগেই মারা গিয়েছেন। বাবাকে পরিচারকদের কোয়ার্টার্সে পাঠিয়ে দিয়ে বাড়িতে সে একাই থাকে।

উত্তাল: পার্টিতে হুল্লোড়। (প্রতীকী)

> বিকেল ৪টে থেকেই পার্টি উপলক্ষে বাড়ির তিনতলায় মিউজিক সিস্টেম চালু করে প্রচণ্ড জোরে গান-বাজনা শুরু হয়ে যায়।...রাত বাড়তে হুল্লোড় আরও বাড়ে।